Electro
Symbol of Absolute Reliability

kWh Meter
ENERGY METER COMPANY LTD.
Hotline: 01714021871

DHAKA SATURDAY JULY 21, 2012

The Daily Star

SECOND EDITION

www.thedailystar.net
Your Right to Know

REGD. NO. DA 781 | VOL. XXII NO. 186 | SHRABAN 6, 1419 BS | RAMADAN 1, 1433 HIJRI | 24 PAGES PRICE : TK 10.00

THE BAROMASHI TAPES
A collection of songs on rural women's agony of being away from loved ones
PAGE 24

CLIMATE DISPLACEMENT
Thoughts on migration linked to environmental disruption
PAGE 24

TIT-FOR-TAT?
Outlook calls Obama "underachiever" after Time did the same to Manmohan
PAGE 7

RAMADAN ESSENTIALS

Prices shoot up

SUMAN SAHA

Consumers started feeling the pinch with essentials prices soaring on the Ramadan eve, driven by the high profit motive of retailers.

According to Trading Corporation of Bangladesh (TCB), the retail prices have increased by 10 percent on an average from the previous year.

Visiting kitchen markets at Karwan Bazar, Palassy and New Market yesterday, this correspondent found vegetables, gram, date, lentil, onion and packed edible oil dearer.

"Today I bought a kg of cucumber at Tk 35, which was Tk 30 two days ago," said Md Ghulam Mawla, a retired banker, who was shopping at the Mirpur-11 kitchen market.

SEE PAGE 19 COL 1

Ctg market too hot

DWAIPAYAN BARUA

Chittagong city dwellers have been experiencing spiralling prices of items widely consumed during Ramadan, despite "adequate measures" by the government.

In the past couple of months, as per data from the commerce ministry, import of edible oil, gram,

SEE PAGE 6 COL 5

Ramadan starts today

UNB, *Dhaka*

The holy Ramadan, lunar month of self-purification through fasting and abstinence, begins today as the new moon was sighted yesterday evening.

National Moon Sighting Committee made the announcement at a meeting held at the Islamic Foundation after

SEE PAGE 19 COL 8

Eternal rest at Nuhash Palli?

Body of Humayun Ahmed arrives tomorrow

STAFF CORRESPONDENT

It was an evening at Nuhash Palli; Humayun Ahmed had invited a host of relatives. As the guests gathered near a pond at the writer's beloved retreat, a "gorilla" appeared out of nowhere, scaring the life out of all, especially the children.

In a few minutes, they found that it was a staff of the Palli in a costume.

"Humayun wanted to amuse us," Nurunnabi Sheikh, a

SEE EDITORIAL, MORE ON PAGE 3, 10, 11
SEE PAGE 19 COL 4

Tributes pour in for Humayun

First janaza held in NY

IHRAM CHOWDHURY PROMITH, *New York*

Several thousand fans and admirers yesterday joined the first janaza (funeral) of legendary writer Humayun Ahmed at Jamaica Muslim Centre in New York after the juma prayers (around midnight Bangladesh Time). Some of the fans even travelled

SEE PAGE 19 COL 2

Humayun Ahmed, blissful in the company of his son Nishad, who is trying to paint a Bangladesh flag on the writer's cheek. The photo was posted on his wife Meher Afroz Shaon's Facebook page on March 26.

PHOTO: FACEBOOK

পদ্মা সেতু ঃ দেশবাসীর প্রতি সৈয়দ আবুল হোসেন-এর খোলা চিঠি

সাম্প্রতিককালে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে কতিপয় পত্রিকায় নানা ধরনের লেখা-লেখি হয়েছে, সমালোচনা হয়েছে। অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ করেছে। এসব লেখা, সমালোচনা ও অভিযোগ সত্য নয়। তাই এই খোলা চিঠি।

● **প্রিয় দেশবাসী,** আমি সারাজীবন সততা, নিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও ইন্টিগ্রিটি সমুন্নত রেখে সরকারী, সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছি। কোন সময় কোন অনিয়ম ও অন্যায়ের সাথে আপোষ করিনি। নীতিবর্হিভূত কোন কাজ করিনি। বিশেষ করে, জনগণের স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সততা, আন্তরিকতা ও দ্রুততার সাথে কাজ করেছি। দৈনিক ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১৮ ঘন্টাই সরকারী কাজে সময় ব্যয় করেছি। এরপরও দেশী-বিদেশী স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে পদ্মা সেতু নির্মাণ বাস্তবায়ন কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এ স্বার্থান্বেষী মহলটি পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করে নামে-বেনামে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন স্থানে আমার বিরুদ্ধে অসত্য তথ্য দিয়ে চিঠি দিয়েছে, অপপ্রচার চালিয়েছে। কতিপয় পত্র-পত্রিকায়ও আমাকে জড়িয়ে মনগড়া ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। জনগণের স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণে শুরু থেকেই কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ না রাখায় দরপত্রে অকৃতকার্য ও অবৈধ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত কিছু স্বার্থান্বেষী মহল একজোট হয়ে তাদের স্বার্থের পথে বাধাস্বরূপ আমাকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। দেশের স্বার্থ না ভেবে, ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থে তারা পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রক্রিয়া বানচাল করে আমাকে সরানোর চেষ্টা করেছে।

● কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বিশেষ কিছু স্বার্থান্বেষী মহল, কতিপয় পত্রিকা নেপথ্যে সক্রিয় থেকে পদ্মা সেতু নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমার সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে ভুল তথ্য প্রদান করে আমার সততাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, মিথ্যা কালিমা লেপন করেছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে বিশ্বব্যাংকের কাছে অসত্য ও কল্পনাপ্রসূত অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ফলশ্রুতিতে, বিশ্বব্যাংক এসব অসত্য অভিযোগের ভিত্তিতে পদ্মা সেতু নিয়ে **'দুর্নীতির আশংকা'** প্রকাশ করে এবং পরিশেষে ঋণচুক্তি বাতিল করায় এবং গণমাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরায় অনেকে আমাকে দোষারোপ করছে। আমি যা নই- কতিপয় পত্রিকায় সেই নেতিবাচকভাবে আমাকে চিত্রিত করা হয়েছে। **যেখানে দাতাদের অর্থ ছাড় হয়নি, কোন অর্থ ব্যয় হয়নি- সেক্ষেত্রে দুর্নীতির আশংকা অমূলক, অবান্তর**। আমার সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে ভুল ধারনা, ভুল তথ্য প্রদান করা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত পত্রিকার রিপোর্ট, স্বার্থান্বেষী মহলের অভিযোগ, বিশ্বব্যাংকের **দুর্নীতির** আশংকা প্রকাশ ভিত্তিহীন, অসত্য, কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া এবং উদ্দেশ্যমূলক। আমি কোনক্রমেই এসব অনৈতিক অভিযোগে জড়িত নই। অন্যায় না করেও স্বার্থান্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রে, দেশী এবং আন্তর্জাতিক মহলের কারসাজিতে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। এটা দেশের জন্য অনেক বড় ক্ষতি, আমার জন্য দুঃখজনক।

● **কতিপয় পত্রিকার অসত্য খবর প্রকাশ এবং জনমনে আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি ঃ** আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়, আমি রাজনীতিকে ব্যবহার করে ব্যবসা করি। অথচ আমি আমার ব্যবসায়িক ক্ষতি স্বীকার করে জনসেবা ও দেশের স্বার্থে, দেশের বৃহত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজনীতিতে এসেছি। ১৯৯১-এর নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সরাসরি রাজনীতিতে যোগদান করি। এরপর ৪ বার জনগণের বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হই। এ সময়ে এলাকার উন্নয়নে, দেশের উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেছি। দেশের ও জনগণের সেবা করেছি। শিক্ষা বিস্তারে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছি।

● কিন্তু এবার যোগাযোগ মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার পর একটি স্বার্থান্বেষী মহল প্রথম থেকেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালিয়েছে। কতিপয় পত্রিকায় অসত্য, মনগড়া রিপোর্ট করা হয়েছে। যোগাযোগমন্ত্রীর অফিস সংস্কার নিয়ে, নতুন গাড়ী ক্রয় নিয়ে, কালকিনিতে আমার বাড়ী নির্মাণ নিয়ে, দু'টি পাসপোর্ট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত একটি সার-সংক্ষেপের বিকৃত ও অসত্য সংবাদ প্রকাশ করে কতিপয় পত্রিকা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাকে সমালোচিত করেছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে স্বার্থান্বেষী অভিযোগকারীদের অসত্য অভিযোগে মনগড়া তথ্য মিশিয়ে আমাকে জড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অফিস সংস্কার, গাড়ী ক্রয় ও পদ্মা সেতু নিয়ে কার্টুন ছাপানো হয়েছে। অনেক উপ-সম্পাদকীয়, সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে। টকশো'তে আলোচনা হয়েছে। অথচ এসব অভিযোগের সাথে আমার কোন সম্পৃক্ততা ছিল না। উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমাকে বিতর্কিত করার জন্য এসব অসত্য খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

● আমি মনে করি, সাংবাদিকতা একটি দায়িত্বশীল পেশা। আমি সাংবাদিকদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ প্রসঙ্গে আমি ভল্টেয়ার এর বিখ্যাত উক্তি টেনে আমি বলতে চাই- I disapprove of what you say, but I will defend to death your right to say it. - এই উক্তি আমি সমর্থন করি, অনুসরণ করি। কতিপয় পত্রিকার এই অসত্য খবর গুলো- নাগরিক সমাজে, জনগণের কাছে আমার সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ কতিপয় পত্রিকার এসব অসত্য রিপোর্ট, এসবের ভিত্তিতে স্বার্থান্বেষী মহলের অভিযোগ বিশ্বব্যাংককে পদ্মা সেতু সম্পর্কে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছে। সম্প্রতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদের বক্তব্য কতিপয় পত্রিকায় বিকৃত করে প্রকাশ করায় কি ভয়াবহ নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল- দেশবাসী, আপনারা তা জানেন।

● **পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়া ঃ** আমি ৯ জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। এই সময়ে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে পদ্মা সেতুর ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পূণর্বাসনসহ প্রস্তুতি কাজ, মূল সেতুর প্রাক-যোগ্য দরদাতা নির্বাচন, নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ যাবতীয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের নিয়ম-কানুন, ক্রয়নীতি, বিধি, বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থাদের গাইডলাইন এর আলোকে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাংকের সম্মতির পর পরবর্তী কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেছে, তদারকি করেছে। প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম ছিল স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক। প্রকল্পের যে কোন স্তরের কাজের জবাবদিহি যেমন ছিল যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কাছে, তেমনি ছিল বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থার কাছে। প্রথমতঃ প্রকল্পের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) কাজ মূল্যায়নের পর পরামর্শক কমিটি তা মূল্যায়ন করে বিশ্বব্যাংকের কাছে পাঠায়। বিশ্বব্যাংক মূল্যায়ন করে অনুমোদন দেয়ার পর তার পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থাৎ কাজের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যাতে কেউ এককভাবে, বিশেষ করে, সেতু বিভাগের বা মন্ত্রণালয়ের কিছু করার অবকাশ না থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রফেসর জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একদল বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি কারিগরি কমিটি- পদ্মা সেতুর সমুদয় কার্যক্রম পৃথকভাবে মূল্যায়ন করেছে। বিশেষজ্ঞদের আন্তরিকতা, সততা, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও সুখ্যাতি সম্পর্কে কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি পদ্মা সেতুর কারিগরী কমিটির মূল্যায়নে ন্যূনতম কোন হস্তক্ষেপ করিনি। এর সাক্ষী মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

● **পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের উত্থাপিত অভিযোগ ঃ** পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংক যে অভিযোগ করেছে- তা মূলতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত। **একটি হচ্ছে** মূল সেতুর জন্য প্রাকযোগ্য ঠিকাদারদের তালিকা তৈরী। যার তদন্ত ইতিমধ্যে দুদক শেষ করেছে। **দ্বিতীয়টি** নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগ। দু'টি কাজই নিয়ম মাফিক অগ্রসর হয়েছে। এতে কোন অনিয়ম বা **দুর্নীতি** হয়নি। এক্ষেত্রে সততা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সুযোগ নেই।

● **যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে পরিবর্তন ঃ** বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ, পদ্মা সেতু নির্মাণে স্বচ্ছতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে, পদ্মা সেতুর নির্মাণকল্পে, দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিবর্তন করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন। বিশ্বব্যাংকের অসত্য অভিযোগের কারণে অবশ্য এর আগে স্বচ্ছতার স্বার্থে আমার কাছ থেকে সেতু বিভাগকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অধীনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করেছিলাম। দফতর পরিবর্তনের পর আমি আশা করেছিলাম- আমার মন্ত্রণালয়ের এ পরিবর্তন পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংক অর্থায়নে এগিয়ে আসবে। পদ্মা সেতু দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।

● **ভূমি অধিগ্রহণসহ পূনর্বাসন কাজে দাতা সংস্থাদের প্রশংসা ঃ** বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে পদ্মা সেতুর নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ভূমি অধিগ্রহণসহ পূণর্বাসন কাজ সততা ও দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা হয়। সততা ও দ্রুততার জন্য দাতা সংস্থা এ কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে।

● **বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ ও দুদক-এর তদন্ত ঃ** বিশ্বব্যাংকের অভিযোগকৃত পদ্মা সেতুর মূল কাজ ও নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্বচ্ছতা এবং সততার সাথে সম্পাদন করা হয়। এবং এর প্রতিটি স্তরে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের পরবর্তী কাজ অগ্রসরমান হয়। আমি আগেই বলেছি, কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ও মহলের অভিযোগের ভিত্তিতে পদ্মা সেতুর মূল কাজ ও নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগে বিশ্বব্যাংক 'সম্ভাব্য **দুর্নীতির** আশংকা' প্রকাশ করেছিল। মূল সেতুর কাজে বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ দুদক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করেছে। দুদকের তদন্তে কোন অনিয়ম, **দুর্নীতি** পাওয়া যায়নি এবং এতে আমার কোন সংশ্লিষ্টতাও খুঁজে পায়নি। দুদক পদ্মা সেতুর মূল কাজের তদন্ত করে **দুর্নীতি** হয়নি বলে যে রিপোর্ট বিশ্বব্যাংককে প্রেরণ করেছে- তা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় সম্প্রতি কেবলমাত্র পরামর্শক নিয়োগের অধিকতর তদন্তের দাবী করে এবং সে ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক কানাডীয় পুলিশ কর্তৃক প্রাপ্ত কিছু কাগজপত্র সরকার এবং দুদকের কাছে প্রেরণ করে- যার ভিত্তিতে বর্তমানে দুদক অধিকতর তদন্ত কাজ পরিচালনা করছে।

● **পদ্মা সেতুতে আমার পূর্বতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পৃক্ততা ছিল না ঃ** পদ্মা সেতু নির্মাণের কোন পর্যায়ে সেতুর মূল কাজ ও এসএনসি-লাভালিনের বিষয়ে আমার পারিবারিক কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আমার কোন প্রতিনিধি কারো কাছে অর্থ চায়নি, চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে সাক্ষ্য দিতে পারে আমি কারো কাছে টাকা চেয়েছি এবং হক-হালাল পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে অর্থ উপার্জন করেছি।

● **পদ্মা সেতুতে কোন অনিয়ম হয়নি, দুর্নীতি হয়নি ঃ** পদ্মা সেতুর মূল কাজ নিয়ে বিশ্বব্যাংকের কল্পনাপ্রসূত, বায়বীয় ও অসত্য অভিযোগ দুদকের তদন্তে প্রমাণিত হয়নি। দীর্ঘ তদন্ত শেষে দুদক মূল সেতু নির্মাণে কোন অনিয়ম বা আমার কোন সংশ্লিষ্টতা পায়নি বলে প্রতিবেদন দিয়েছে। এই তদন্ত প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে প্রতীয়মান। অবশ্য দুদক-এর এ প্রতিবেদন নিয়েও আমাদের দেশে অনেকে বক্রোক্তি করেন। সাদা সার্টিফিকেট হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এটাও দুঃখজনক। আমি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে চাই, পদ্মা সেতু নির্মাণের কোন পর্যায়ে আমি কোন অবৈধ কাজ করিনি। কারণ, অনৈতিক কোন কাজের সাথে আমি জড়িত নই। পদ্মা সেতু নির্মাণে কোন অনিয়ম হয়নি, কোন **দুর্নীতি** হয়নি। পদ্মা সেতু নির্মাণ বর্তমান সরকারের, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গিকার। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমি প্রথম দিন থেকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততা নিশ্চিত করে কাজ করেছি। **বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে যে প্রস্তুতিমূলক কাজ করতে ১০ বছর লেগেছে, সেখানে পদ্মা সেতুর জন্য অনুরূপ কাজ ২ বছরে সম্পন্ন করা হয়েছে।** আমি যোগাযোগমন্ত্রী থাকাকালিন তিন বছরের কার্যক্রম নিয়ে **"সাফল্যের ধারাবাহিকতায়- যোগাযোগ খাত"** একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। যা অবলোকন করলে দেখা যাবে বিগত ১০০ বছরের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী কোন সরকার এতো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেয়নি।

● **সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাংকের বিবৃতি প্রদান প্রসঙ্গে ঃ** গত ১৮ জুলাই ২০১২ বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতু বিষয়ে 'বিশ্বব্যাংক কি তদন্তের ফল সরকারকে জানিয়েছে, বিশ্বব্যাংকের সরকারের কাছে দেয়া রেফারেন্স রিপোর্টে কি কি ছিল, সরকারকে দেয়া এ রিপোর্টগুলো বিশ্বব্যাংক কেন প্রকাশ করছে না, বিশ্বব্যাংক কি কি প্রস্তাব দিয়েছিল- বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবগুলো কি আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ" ইত্যাদি সাব- হেডে একটি বিবৃতি দিয়েছে। আমি মনে করি, এটা বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব মতামত। কিন্তু পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রস্তুতিপর্ব এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে- একতরফাভাবে বিশ্বব্যাংক নানা অজুহাতে পদ্মা সেতু নির্মাণকে বাধাগ্রস্থ করেছে, পদ্মা সেতুর নির্মাণকে তিন বছর পিছিয়ে দিয়েছে, এবং শেষাবধি ঋণচুক্তি বাতিল করেছে। তবে আমি মনে করি, অসত্য অভিযোগের ভিত্তিতে দাতারা যা-ই বলুক, যে যা-ই মনে করুক, আমার বিবেচনায় বাংলাদেশের অবকাঠামো নির্মাণে দাতাদের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। **ঋণচুক্তি বাতিল করায় বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তা বাংলাদেশের ইতিহাসে সমুজ্জল হয়ে থাকবে এবং এটিকে কেন্দ্র করে দেশের জনগণ অন্যায়, অপবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করবে।**

● **আমি পদ্মা সেতুর বিষয়ে দুদকের সুষ্ঠু, পক্ষপাতহীন তদন্ত চাই ঃ** আমি আবারো দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা ও ইন্টিগ্রিটি শতকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে। **আমি দুদককে বিশেষভাবে অনুরোধ করবো, পদ্মা সেতুর মূল কাজের ন্যায় বিশ্বব্যাংকের অভিযোগকৃত নির্মাণ তদারকি পরামর্শক নিয়োগ কার্যক্রম নিয়েও যেন দুদক নিরপেক্ষভাবে, সুষ্ঠুভাবে, পক্ষপাতবিহীনভাবে তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ করে এবং তদন্তের ফলাফল দেশবাসীকে অবহিত করে।**

● **আমার প্রতি দেশের বিশিষ্টজনদের পরামর্শ ঃ** পদ্মা সেতু নিয়ে বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ এবং কতিপয় মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনায় দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। পদ্মা সেতুর বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার সততা ও সুনাম বিনষ্ট হয়েছে। প্রেক্ষিতে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার করনীয় সম্পর্কে সরাসরি উপদেশ দিয়েছেন। অনেক শুভানুধ্যায়ী আমার পক্ষে কথা বলেছেন, অনেকে আমার সমালোচনা করেছেন। অনেকে পত্রিকার মাধ্যমে, অনেকে টকশো'তে আলোচনার মাধ্যমে, পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে, আমাকে উপদেশ দিয়েছেন। অনেক শুভানুধ্যায়ী আমাকে বর্তমান অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াতে বলেছেন। প্রবাদ আছে- **'সমালোচনা প্রশংসার নামান্তর।'** আমি এ বাক্য মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তাই এ অকৃপন উপদেশ দেয়ার জন্য আমি সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, পদ্মা সেতুর সব কাজ শেষ করে নির্মাণ কাজ শুরু না করতে পারার এবং শেষ করতে না পারার বেদনা ও দুঃখবোধ আমারও। আমি তাদের উপদেশ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ও সজাগ রয়েছি।

● **আমার নির্বাচনী এলাকার প্রিয় জনগণ ও দেশবাসী ঃ** আপনারা আমার আপনজন। আমি আপনাদের সেবক। আপনারা কাছ থেকে আমাকে দেখেছেন, আমাকে চিনেন। সত্য, সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়নতা, বিনয়, জবাবদিহিতা আমার কাজের শক্তি, আমার অহংকার। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কতিপয় মিডিয়ার অসত্য অভিযোগ, কতিপয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিশ্বব্যাংকের কাছে অসত্য অভিযোগ উত্থাপন, তাদের উত্থাপিত অসত্য অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংকের **দুর্নীতির** আশংকা, পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিল ইত্যাদি বিষয় একদিন ভুল প্রমাণিত হবে। আমার কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা একদিন যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে আমার বিরুদ্ধে, পদ্মা সেতুর বিরুদ্ধে অসত্য, মনগড়া অভিযোগ বিশ্বব্যাংকে পাঠিয়েছে, দেশের ক্ষতি করেছে, আমার সুনাম নষ্ট করেছে, তারাও অনুতপ্ত হবেন, লজ্জিত হবেন। আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ থেকে আমি মুক্ত হবো এবং আমার ভাবমূর্তি দেশবাসীর কাছে আরো সমুজ্জল হবে। আমি নির্দোষ প্রমাণিত হবো- ইনশাল্লাহ্। পরিশেষে, আমি আশা করি, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসবে। আমার এলাকার জনগণ ও দেশবাসীর প্রতি আমার দায়বদ্ধতা পালনে আমি সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশের উন্নয়নে, শিক্ষা প্রসারে, জনসেবায় আমি আরো নিবেদিত হয়ে কাজ করবো। আমি এলাকার জনগণসহ দেশবাসী সকলের সহযোগিতা চাই, দোয়া চাই।

● অভিযোগ ভিত্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও, পদ্মা সেতুর স্বার্থে, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতহীন তদন্তের স্বার্থে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে অন্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। এখন যেহেতু আমার মন্ত্রিপরিষদে থাকাটাই কিছু কিছু সম্মানিত ব্যক্তি পদ্মা সেতুর স্বচ্ছ ও **সুষ্ঠু** তদন্তের পথে বাধা মনে করেন। সেক্ষেত্রে স্বচ্ছতার স্বার্থে যে কোন পদক্ষেপ নিতে আমি প্রস্তুত। আমার যে কোনো প্রকার ত্যাগের বিনিময়ে হলেও দেশের জন্য যেটা ভাল নির্দ্বিধায় সেটাই আমি করব।

● পরিশেষে, **প্রিয় দেশবাসী** আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, শুধুমাত্র অপপ্রচারে বিশ্বাস না করে, আপনাদের নিজস্ব বিচার ও বিবেচনায় সামগ্রিক বিষয়টি নিয়ে একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখবেন- তাহলেই মিথ্যার জাল থেকে সত্য বেরিয়ে আসবে। সৎ ও সততার জয় হবে। ইনশাল্লাহ- সৎ ও সততার জয় সুনিশ্চিত।

সৈয়দ আবুল হোসেন, এমপি